দৈনিক ইনকিলাব ৩৭
তারিখ APR. 12 1999
পৃষ্ঠা ০২ কলাম ৪

ছাত্রলীগের শামীম গ্রুপকে তাড়িয়ে বাবু গ্রুপের জহুরুল হক হল দখল

স্টাফ রিপোর্টার : মুজিববাদী ছাত্রলীগের শামীম গ্রুপকে বিতাড়িত করে বাবু-কাজল গ্রুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল দখল করে নিয়েছে। গতকাল (রবিবার) ভোরে হল ছাত্রলীগের সভাপতি বাবুর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে শামীম গ্রুপের টোকাই মিজানের নেতৃত্বাধীন ক্যাডারদেরকে বিতাড়িত করে হলটি দখল করে নেয়। এ সময় দুই পক্ষে প্রায় ১০ রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়। পালিয়ে যাবার সময় শামীম গ্রুপের ৩ জন কর্মী আহত হয়। ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এই হল দখলের ঘটনায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। শামীম গ্রুপ হলটির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্য জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারে।

শামীম গ্রুপের ক্যাডারপ্রধান টোকাই মিজানকে গ্রেফতারের জন্য গত বৃহস্পতিবার ভোরে জহুরুল হক হলে পুলিশী অভিযান, পুলিশকে গুলী করে মিজানের পালিয়ে যাওয়া এবং হল থেকে পুলিশকে বিতাড়নের পর গত ৩ দিন এই নিয়ে ক্যাম্পাসসহ সব মহলে জোর আলোচনা চলছিল। সব মহল তীব্র সমালোচনার মুখে বিষয়টি নিয়ে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিব্রতকর অবস্থায় পড়লে কার্যত শামীম গ্রুপ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এই সুযোগে গতকাল ভোরে বাবুর নেতৃত্বাধীন গ্রুপ হলটি দখল করে নেয়। শামীম গ্রুপের প্রধান শামীম আহমদের এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের সভাপতি বাবুকে গত নভেম্বরে হঠাৎ করে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। শামীমের অপর প্রধান সহযোগী টোকাই মিজানের হলে ফেনসিডিল ব্যবসা, বস্তি নির্মাণ ও চাঁদাবাজির বিরোধিতার কারণে মিজানের নেতৃত্বে অছাত্র-বহিরাগত সন্ত্রাসীরা বাবুকে হল থেকে বিতাড়িত করে। এরপর বহিরাগত-অছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ প্রতিষ্ঠার ধারায় গত ঈদের সময় হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কাজলের কক্ষ, তারা ভাঙচুর ও লুটপাট করে। সর্বশেষ ব্যাপক ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ফেনসিডিল ব্যবসা ও লোকজনকে জিম্মী করার ঘটনায় পুলিশ টোকাই মিজানকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালায়। সে পুলিশকে গুলী করে পালিয়ে যাবার পর থেকে দৃশ্যত পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের গ্রুপপ্রধান শামীম আহমদও হলে যাচ্ছিলেন না। সেই সুযোগে অন্য ক্যাডারদের বিতাড়িত করে বাবু গ্রুপ হলটি দখল করে নেয়। হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কাজলও তার সঙ্গে হলে অবস্থান করছেন। তারা বলছেন, তারা কোন গ্রুপ নয়, ছাত্রলীগের মূল নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল। তারা হলের ছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে হলে অবস্থান করছেন এবং অছাত্র-বহিরাগত সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী, ফেনসিডিল ব্যবসায়ীদের হল থেকে বিতাড়িত করেছেন।

গতকাল ভোর ৭টায় কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে বাবু হলে ঢুকে পড়ে। হল গেটে পাহারারত শামীম গ্রুপের সরোজ, মিজান ও লিটনের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তারা তাদের হলের গেস্টরুমে তালাবদ্ধ করে রাখে। তারা গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে হলের ভিতরে শামীম গ্রুপের ক্যাডারদের রুমগুলোর দিকে এগুতে থাকলে ক্যাডাররা প্রতিপক্ষের আক্রমণ টের পেয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এ সময় তারা ৪/৫ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। পালিয়ে যাবার সময় শিমুল, মিজান ও শরিফ আহত হয়। গতরাত পর্যন্ত হলে বাবুর নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। শামীম গ্রুপের প্রতিদ্বন্দ্বী রতন-তমি গ্রুপ এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন দিয়েছে। শামীম গ্রুপ এস এম হলে অবস্থান করছে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।